প্রথম আলো
তারিখ SEP 14 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

উদ্ধার হলো না ভিকারুননিসার ১০ বিঘা জমি, ছয় কোটি টাকা

ডা. ইকবাল ও মোসাদ্দেক আলীর মধ্যে সুসম্পর্ক?

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ঢাকা-১০ আসনের সাবেক সাংসদ ডা. এইচ বি এম ইকবালের বিরুদ্ধে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ১০ বিঘা জমি এবং ছয় কোটি টাকা নিজের নামে রাখার অভিযোগটি প্রায় পাঁচ বছর পর আবার আলোচনায় আসছে।

সম্প্রতি ডা. ইকবাল ওই আসনের বর্তমান সাংসদ মোসাদ্দেক আলী ফালুকে প্রস্তাব দিয়েছেন একত্রে ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় আবার শুরু করার। এ বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ করেই এ জমি ও টাকা তিনি কুক্ষিগত করেন বলে অভিযোগ আছে। সে সময় স্থানীয় সাংসদ হিসেবে তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পরিষদের সভাপতি, এখন যে পদ মোসাদ্দেক আলীর।

সাংসদ মোসাদ্দেক আলী বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে জড়িত থাকতে আগ্রহী নন বলে *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন। ডা. ইকবাল এবং মোসাদ্দেক আলী আগামী সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১০ আসনে যার যার দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী। তবে এ দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আছে বলে উল্লেখ জানিয়েছেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের অনেকেই।

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, ২০০১-এর নির্বাচনের পর এলাকার সে সময়ের বিএনপির সাংসদ মেজর (অব.) আব্দুল মান্নানও জমি বা টাকা উদ্ধারে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেননি। উপনির্বাচনে সাংসদ হওয়ার পর মোসাদ্দেক আলীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ একই রকম। এখন ডা. ইকবাল এবং মোসাদ্দেক আলীর মধ্যে সুসম্পর্কের কারণেই জমি ও অর্থ উদ্ধার প্রক্রিয়া ঢিমেতালে চলছে বলে শিক্ষকেরা মনে করেন।

দলিলপত্রে দেখা যায়, ২০০১ সালের মে এবং জুনে ভিকারুননিসা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ হামিদা আলী দাতা হিসেবে দুই দফায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ২৩ বিঘা জমির মধ্যে ১০ বিঘা ডা. এইচ বি এম ইকবালের নামে লিখে দেন। তার আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ডা. ইকবাল এবং হামিদা আলী যথাক্রমে এ ফাউন্ডেশনের আজীবন সভাপতি ও সদস্যসচিব। এই দুজনসহ বাকি ছয় সদস্যের পদও অপসারণযোগ্য নয় বলে দেখিয়ে ফাউন্ডেশনটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। সভাপতি হিসেবে ঢাকার কেন্দ্রে অবস্থিত অত্যন্ত দামি এ জমি মাত্র ১৬ লাখ টাকায় ডা. ইকবালের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

উদ্ধার হলো না ভিকারুননিসার ১০ বিঘা জমি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিজের নাম-ঠিকানায় নিবন্ধিত হয়ে যায়।

স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করছে, ডা. ইকবাল কার্যত এ জমি নিজের নামে লিখে নিয়েছেন। তাদের আরও অভিযোগ, সাবেক সাংসদ প্রতিষ্ঠানটির ছয় কোটি টাকার স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) অবৈধভাবে ফাউন্ডেশনের তহবিলে স্থানান্তর করেন এবং এ তহবিল শেষমেশ রাখা হয় ডা. ইকবালের মালিকানাধীন প্রিমিয়ার ব্যাংকে।

সাবেক অধ্যক্ষ হামিদা আলীর বিরুদ্ধে এসব কাজে ডা. ইকবালকে সহযোগিতা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

২০০১ সালে ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানেই ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন গড়ে ৯৪ জন ছাত্রী ভর্তি করা হয়। জোট সরকার আসার পর ভিকারুননিসার শিক্ষকেরা সংবাদ সম্মেলন করে ডা. ইকবাল এবং হামিদা আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো তোলেন। পরে ছাত্রী-শিক্ষকদের ক্ষোভের মুখে এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হস্তক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ দেয়। ২০০২ সালের প্রথম ভাগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তদন্তে বলা হয়, অভিযুক্তেরা জমি ও তহবিল সংগ্রহসহ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়ায় গুরুতর অনিয়ম করেছেন। আইনানুগ ব্যবস্থা নিতেও সুপারিশ করা হয়। তদন্তে বলা হয়, জমি ও তহবিল হস্তান্তরের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতি নেওয়া হয়নি এবং খাসজমি হস্তান্তরযোগ্য না হলেও এ কাজে ভূমি অফিসের একটি চক্র সক্রিয় ছিল।

পরবর্তীকালে এসব বিষয়ে দুই পক্ষ মোট পাঁচটি মামলা দায়ের করে, যার একটিও নিষ্পত্তি হয়নি। কলেজের পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী খান সাইফুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেছেন, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে এবং ভেতরে গড়ে উঠেছে বিবেকবর্জিত 'তস্করদের একটি চক্র'। তিনি আরও বলেন, দেশটা মগের মুল্লুক না হলে স্কুলকে দেওয়া সরকারি সম্পত্তি একটি ফাউন্ডেশনের নামে লিখে দেওয়া এবং নেওয়া সম্ভব নয়।

এদিকে ডা. ইকবাল বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করার ব্যাপারে মোসাদ্দেক আলীকে প্রস্তাব দেওয়া প্রসঙ্গে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মিলেমিশে বিশ্ববিদ্যালয় করলে ক্ষতি কি? ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় তো স্কুল অ্যান্ড কলেজেরই সিস্টার কনসার্ন।' তিনি বলেন, আদালতে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ জমি ভিকারুননিসা ফাউন্ডেশনের এবং এতে হাত দেওয়ার অধিকার কারও নেই।

ডা. ইকবাল ও মোসাদ্দেক আলীর মধ্যে সুসম্পর্ক প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বনানীতে ডা. ইকবালের বাণিজ্যিক ভবন ইকবাল সেন্টারে মোসাদ্দেক আলী কম টাকায় অফিস ভাড়া পেয়েছেন। তবে ডা. ইকবাল বলেন, তিনি বিলট্রেডকে ভাড়া দিয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানের মালিক এনায়েতুর রহমান, যিনি বর্তমান সাংসদের ব্যবসায়িক অংশীদার।

সাংসদ মোসাদ্দেক আলী বলেছেন, ডা. ইকবাল তাকে প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে তার আগ্রহ নেই। তিনি দাবি করেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সভাপতি হিসেবে এর জমি ও অর্থ উদ্ধারের জন্য আইনি প্রক্রিয়া তিনি অব্যাহত রেখেছেন।

তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভিকারুননিসার কয়েকজন শিক্ষক মনে করেন, গত প্রায় পাঁচ বছরে জমি ও অর্থ উদ্ধারে বিএনপির দুই সাংসদের ভূমিকাই রহস্যজনক ছিল। তারা প্রায় ৪০০ শিক্ষক তাদের এ দুই সভাপতির কাছে যৌথভাবে জমি ও অর্থ উদ্ধারে ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়ার লিখিত আবেদন জানালেও প্রতিকার পাননি।

এদিকে হামিদা আলী তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছেন। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেছেন, চাপের মুখে এসব সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বলেন, একজন সাংসদ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হলে অধ্যক্ষের কিছুই করণীয় থাকে না।

হামিদা আলী আরও বলেন, দলিলের শর্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ বা বিলুপ্ত হলে জমি ও সম্পদ কলেজের হয়ে যাবে এবং তা-ই হয়েছে। তিনি জানান, তিনিসহ ফাউন্ডেশনের ছয়জন সদস্য এটি বিলুপ্তির জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন।

সাবেক অধ্যক্ষ বলেন, কলেজের টাকা উদ্ধার হওয়া উচিত। তিনি প্রশ্ন রাখেন, একজন সাবেক সাংসদের কাছ থেকে সাড়ে চার বছরেও এ টাকা উদ্ধার করতে না পারার ব্যর্থতা কার?

হামিদা আলী বলেন, ডা. ইকবাল ভিকারুননিসার স্থায়ী আমানতের সনদ হারিয়ে যাওয়ার কথা বলে রমনা থানায় মিথ্যা সাধারণ ডায়েরি করে টাকাটা সরিয়ে নেন। প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে সহজেই তিনি এটা করতে পেরেছেন। অথচ স্থায়ী আমানতের এই সনদ এখনো কলেজেই আছে।

ডা. ইকবাল বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে পাঁচ কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়েছিল। এই টাকা স্কুলের তহবিল থেকে ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছিল এবং মামলা মিটলে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তার দাবি, ভিকারুননিসা ফাউন্ডেশন এখনো সক্রিয় আছে।

ভিকারুননিসা নূন কলেজের অধ্যক্ষ রোয়েনা হোসেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'অপেক্ষা করতে করতে আমরা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছি। কোনো একদিন মানুষই হয়তো তাদের গর্বের ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের জমি ও অর্থ পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসবেন। এ ছাড়া আমাদের সামনে এখন আর করণীয় কিছুই দেখছি না।'

রোয়েনা হোসেন জানান, এক দেয়ালের মধ্যে থাকলেও ওই ১০ বিঘা জমি স্কুল বা কলেজ ব্যবহার করতে পারছে না। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশাল এলাকাজুড়ে ভবনের ভিত করে রাখা হয়েছে। বিদ্যালয়ের খালি জায়গায় ইংরেজি মাধ্যম শাখা চালু করলে তার বিরুদ্ধেও মামলা চলছে।'